প্রশ্ন ৪ সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদানরূপে মুদ্রার গুরুত্ব আলোচনা করো।

উত্তর : **ভূমিকা** ➧ সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে সাধারণত চারভাগে ভাগ করা হয়, যথা—১। সরকারি দলিলপত্র, ২। ঐতিহাসিক সাহিত্য, ৩। বিদেশি পর্যটক ও বণিকদের বৃত্তান্ত এবং ৪। মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন।

মুদ্রার গুরুত্ব : ইতিহাস রচনার উপাদানরূপে মুদ্রার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক **স্ট্যানলি লেনপুল** মনে করেন যে মধ্যযুগের সুলতানদের সঠিক ইতিহাস ধরা পড়েছে তাঁদের মুদ্রায়। ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে—

রাজত্বকাল ও রাজ্যসীমা : মুদ্রার সাহায্যে সুলতানের রাজত্বকাল ও তাঁদের রাজ্যসীমা নির্ধারণ, প্রতিবেশি রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল তা অনুমান করা যায়। তাই মুদ্রা প্রবর্তনের সমসাময়িক কাল থেকেই মুদ্রা হয়ে ওঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐতিহাসিক উপাদান।

ইতিহাসের তথ্য যাচাই : মধ্যযুগের ইতিহাসের লিখিত উপাদানের স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রা থেকে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা লিখিত উপাদানের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব। তাই মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো মুদ্রা।

অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাখ্যা : মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মুদ্রাগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ঐতিহাসিক **রামশরণ শর্মা** দেখিয়েছেন আদি-মধ্যযুগে মুদ্রা ব্যবস্থার অবনমন ঘটেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অবনতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সুলতানি যুগে প্রবর্তিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য দেয়।

Scanned with CamScanner

৪ **ধর্মীয় বিশ্বাস ঃ** মুদ্রা থেকে শিল্প কর্ম ও মুদ্রা শিল্পীদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতান বা রাজার আরাধ্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রায় মুদ্রিত হতো। এ থেকে সুলতান ও রাজাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা জানা যায়। এছাড়া সুলতান ও রাজাদের প্রতিকৃতি পরম্পরা গড়ে উঠেছিল।

উপসংহার ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হলো মুদ্রা। মধ্যযুগের দিল্লি সুলতানিসহ আঞ্চলিক রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার মূল ঐতিহাসিক উপাদান হলো মুদ্রা। এই উপাদানগুলি থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানাও সম্ভব।

Scanned with CamScanner

দিল্লি সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদান

দিল্লি সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনার তথ্যাদির অভাব নেই। দিল্লির সুলতানদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অবদান কৃতিত্বপূর্ণ। হজরত মহম্মদের সময় থেকেই আরবীয়গণের মধ্যে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়। প্রথমদিকে আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনা শুরু হয়। পরে পারসিক ভাষায় ইতিহাস লেখা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতে আগমনকালে তুর্কিগণ পারসিক ভাষায় ইতিহাস রচনার ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে আসে। দিল্লির সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় অজস্র ধারায় ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনা করেন। প্রাচীন যুগের ন্যায় দিল্লি সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনায় শিলালিপি, কিংবদন্তী, মুদ্রা ও সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানগুলি কষ্ট করে সংগ্রহ করার কোন প্রয়োজন হয় না। ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ইতিহাস লেখার প্রণালী সম্বন্ধে। তাই একাদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত আরব মনীষী আলবেরুণী ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানের অভাবের কথা বলতে গিয়ে তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "হিন্দুগণ ঐতিহাসিক রচনার প্রতি উদাসীন, তারা রাজাদের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্পর্কেও অজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য চাপ দিলে তারা কল্পনা ও কিংবদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করে।" ঐতিহাসিক ফ্লিটও অনুরূপ মন্তব্য করে বলেছেন যে প্রাচীন হিন্দুরা ইতিহাস লিখতে জানত না এবং তাদের ঐতিহাসিক বোধও ছিল না। কিথ্ বলেন, প্রাচীন ভারতীয়দের সাহিত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাধান্যের যুগেও ভারতের লেখকগণের মধ্যে কোন একজনকেও যথার্থ ঐতিহাসিক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত অভিযোগগুলি যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয় এবং এটা সত্য যে হেরোডোটাস, থুকিডিডিস বা টাসিটাসের ন্যায় ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত হননি ; তাঁদের রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থও ভারতে সেই যুগে রচিত হয়নি। তথাপি এটা স্বীকার করা যায় না, সে-যুগে হিন্দুগণ ইতিহাস রচনায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন রাজবংশের শিলালিপি ও তাম্রলিপি প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে—কারণ এগুলি ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। হিন্দুরাজাদের সভাকবিগণের প্রশস্তিলিপিগুলি অনবদ্য ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। এগুলি সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলিল। অবশ্য এটা ঠিক, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস

Scanned with CamScanner

উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে...

১. **সরকারী দলিলপত্র** ঃ সরকারী দলিলপত্রকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুলতানি যুগেই প্রথম এই দলিলপত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা সত্ত্বেও বহু অমূল্য দলিল ধ্বংস হয়েছে। মুঘল যুগে দলিলপত্র রক্ষার আরও সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আকবরের গ্রন্থাগার থেকে ২৪,০০০ গ্রন্থের কোন হদিশ পাওয়া

Scanned with CamScanner

যায়নি। তথাপি যেটুকু সামান্য দলিলপত্র রক্ষা পেয়েছে, তা দিল্লি সুলতানি যুগের রচনার ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

২. সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনা ঃ দিল্লি সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আকর গ্রন্থগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলির মূল্যবান তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃত।

(ক) সুলতানি যুগের একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ *কামিলাৎ-তারিখ*। এই গ্রন্থ থেকে মহম্মদ ঘুরীর বংশ-পরিচয় ও মধ্যএশিয়া সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থের লেখক ইবনাল আশির। তিনি ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। এই গ্রন্থের ঘটনার তারিখগুলি সঠিক বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

(খ) *তারিখ-ই-জাহান গুসা-ই-জুয়াইনি* ঃ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি রচনা করেন আতা মালিক জুয়াইনি। এ গ্রন্থ থেকে মধ্যএশিয়া সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের ইতিহাস এতে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক নিজে মোঙ্গল নেতা হলাকুর অধীনে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। স্বভাবতই তিনি সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) *তারিখ-ই-গাজীদা* ঃ ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি লেখেন হামদুল্লা মাস্তোকী কাজাবনী। এই গ্রন্থ থেকে ঘুর, গজনী ও ভারতে সুলতানদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের তথ্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

(ঘ) নরুদ্দিন মহম্মদ উফীর লেখা *জুয়ামিনুল-হিকায়াৎ* নামক গ্রন্থ থেকে নাসিরউদ্দিন কুবাচার বিরুদ্ধে ইলতুৎমিসের সামরিক অভিযানের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে সুলতানি যুগের উপরোক্ত গ্রন্থ ছাড়াও এমন কতকগুলি গ্রন্থকে আমাদের বেছে নেওয়া উচিত, যেগুলি সামগ্রিক দিক থেকে দিল্লি সুলতানি যুগের ধারাবাহিক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের জানতে সাহায্য করে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অত্যন্ত সতর্কভাবে রচিত। তাই এগুলির গুরুত্ব অসীম।

(ঙ) আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান আরবী ভাষায় রচিত *চাচনামা* নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে মহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধুদেশের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তখনকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নাসিরউদ্দিন কুবাচার রাজত্বকালে ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে পারসিক ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন আবু বকর কুফি। ভারতবর্ষে আরবীয় শাসনকালের প্রাথমিক পর্বের আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রথম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থটি ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে আরবী ভাষায় লেখা। এই গ্রন্থটিই ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে একমাত্র 'First rate authourity' বলে স্বীকার করা হয়। পরবর্তী ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন

Scanned with CamScanner

(চ) *তারিখ-ই-সিন্ধ* ভাক্‌রা-নিবাসী মীর মহম্মদ মাসুমের লেখা। গ্রন্থটিকে সমসাময়িক বলা যায় না। কারণ, গ্রন্থটি লেখা হয়েছে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে *চাচনামা*-কে ভিত্তি করে। তবে আরবদের সিন্ধু অভিযান থেকে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটা সুন্দর বর্ণনা আছে।

(ছ) আবু নাসের বিন উতবীর লেখা *কিতাবুল ইয়ামিনি* দিল্লি সুলতানি যুগের প্রাথমিক পর্বের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটিকে ইতিহাস না বলে সাহিত্য বলাই শ্রেয়। সাল-তারিখের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও গজনীর সুলতান সবুক্তগীন ও সুলতান মামুদের রাজত্বকাল থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মামুদের প্রথম জীবন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(জ) মামুদের জীবন-ইতিহাস জানার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আবুল ফজল বৈহাকির লেখা *তারিখ-ই-বৈহাকি*। গ্রন্থটির লেখক হলেন সুলতান মামুদের সভাসদ খাজা আবুল ফজল বিন অল হাসান অল বৈহাকি। এটি গজনীর অধিকতর বিস্তৃত ৩০ খণ্ডে লেখা ইতিহাস।

(ঝ) এ যুগের বিখ্যাত রচনা সুলতান মামুদের রাজসভার মধ্যমণি আলবেরুণীর লেখা *তারিখ-ই-হিন্দ*। গ্রন্থটি সমকালীন ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ এক ঐতিহাসিক দলিল। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ধর্ম, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতির এক মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নেই, এ তথ্য এই বিদেশীর চোখেই প্রথম ধরা পড়ে। সমসাময়িক ভারতীয় ধর্ম ও সমাজকে বিচার করেছেন এক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দ্রষ্টা হিসাবে। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে।

(ঞ) হাসান নিজামী রচিত *তাজ-উল-মাসির* দিল্লি সুলতানি যুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই গ্রন্থে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানি যুগের প্রাথমিক পর্বের প্রধান সামরিক ঘটনাবলীর বিবরণ নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছে। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী হতে সমস্ত সমুন্নত ইতিহাস, কাব্য ও গদ্যরীতিতে লিখিত প্রভুর প্রতি বদান্য সরকারি তথ্যগুলি হাসান নিজামী ব্যবহার করেছিলেন। খোরাসানের অন্তর্গত নিসাপুরে এক অভিজাত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আরবী ও পারসিক মিলিয়ে দুটি ভাষার গদ্যে ও পদ্যে সুললিত ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতে সুলতানি শাসনের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

গেছে। কোন পরবর্তী ঐতিহাসিকও ওই ফাঁক পূরণ করেননি। আজকাল অনেক ঐতিহাসিক মিনহাজকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

(ড) দিল্লি সুলতানি আমলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম শ্রেণীর মৌলিক ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী* (১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ)। এই গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত পণ্ডিত জিয়াউদ্দিন বারণী। জিয়াউদ্দিন উচ্চপদে আসীন ছিলেন। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব, মিনহাজউদ্দিন দিল্লি সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনা যেখানে শেষ করেছেন, জিয়াউদ্দিন বারণী সেখান থেকে শুরু করেছেন। বারণী সুলতানি আমলের সূচনা থেকে ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন। বলবনের রাজত্বকালের প্রথম বৎসর থেকে শুরু করেছেন, শেষ করেছেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বৎসরের শাসনকালে। তাঁর এই গ্রন্থটি খলজী শাসনকালের ও মহম্মদ বিন তুঘলক এবং ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দলিল। গ্রন্থটি ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয় এবং লেখক তা ফিরোজ তুঘলককে উৎসর্গ করেন। বারণী ছিলেন অভিজাত এবং উচ্চশিক্ষিত। তিনি ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। শাসন-বিভাগের উচ্চপদে আসীন থাকায় তিনি শাসনতান্ত্রিক যে-সকল তথ্য দিয়েছেন তা নির্ভুল। এই গ্রন্থে লেখক রাজস্বব্যবস্থার বিবরণ যথাযথ দিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বহু মন্তব্য করেছেন, যে মন্তব্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য হল : "Inspite of all these defects the *Tarikh-i-Firuzshahi* of Barani still remains the most important source of the history of the period covered by it."

(ঢ) সামস্-ই-সিরাজ আফিফ-এর লেখা অপর একটি গ্রন্থ *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী* ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল। বইটি বারণীকে অনুসরণ করে লেখা। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে। তৈমুরলঙের ভারত অভিযানের কিছু পর বইটি লেখা হয়েছে। ফিরোজ তুঘলকের সুদীর্ঘ শাসনকালের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। আফিফ ফিরোজ তুঘলকের স্নেহভাজন হওয়ায় সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বইটি দিল্লি সুলতানি যুগের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। বইটিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ ঃ ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার (১৪৯৮ খ্রিঃ) ও সেই জলপথের মাধ্যমে ভারতে ইউরোপীয়দের এসে পৌঁছানো অনেকটা সহজসাধ্য হয়। মোগল যুগে ভারতে আগত পর্যটকদের অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

- **পোর্তুগিজ পাদ্রী ঃ** আকবরের রাজত্বকালে শেষদিকে যথাক্রমে পোর্তুগিজ পাদ্রী **অ্যান্টনি মনসেরেট, ফাদার বারতোলি, ফাদার জেরোম জেভিয়ার** ভারতে আসেন। রোমে প্রেরিত এঁদের চিঠিপত্র বা এঁদের দ্বারা রচিত ভ্রমণকথা ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে মোগল প্রশাসন, দরবারী জীবন এবং ভারতের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস জানা যায়।

টমাস রো

- **ফ্রেডারিক ও ফিচ ঃ** আকবরের রাজত্বকালে ভারতে আগত দুই উল্লেখযোগ্য ইউরোপীয় পর্যটক হলেন **সিজার ফ্রেডারিক ও র‍্যালফ ফিচ**। এদের রচনা থেকে মোগল যুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা তথ্য পাওয়া যায়।
- **হকিন্স, টমাস রো ও পেলসার্ট ঃ** সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন উইলিয়াম হকিন্স ও টমাস রো এবং পেলসার্ট। **প্রথমত, হকিন্সের** রচনা থেকে জাহাঙ্গীরের দৈনন্দিন জীবন ও দরবারী জীবনের কথা জানা যায়। **দ্বিতীয়ত,** আবার **টমাস-রো** মোগল সম্রাট ও রাজকুমার এবং ভারতের নাগরিক জীবন সম্পর্কে লেখেন। এছাড়া তাঁর রচনা থেকে ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্যিক অধিকার এবং পোর্তুগিজদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা জানা যায়। **তৃতীয়ত,** পেলসার্ট এর রচনা থেকে ভারতের বাণিজ্য, বাণিজ্যপণ্য ও মোগল সরকারের আয়-ব্যয়ের কথা জানা যায়।
- **বার্নিয়ের, তেভার্ণিয়ের ঃ** শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথমে আগত বিখ্যাত ফরাসি পর্যটক ছিলেন **ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের** এবং রত্ন ব্যবসায়ী **তেভার্ণিয়ের**। প্রথমত, **বার্নিয়ের-এর** রচনা (Travels in the Mughal Empire) থেকে আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি শহরের কথা এবং মোগল প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা জানা যায়। তিনি এদেশের জমির উপর মোগল কর্তৃত্ব ও মোগল স্বৈরাচারের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া শাহজাহানের রাজত্বের শেষদিকে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে শাহজাহানপুত্রদের দ্বন্দ্বকেও তিনি তুলে ধরেছেন। **দ্বিতীয়ত,** তেভার্ণিয়ের রচনা থেকে

Scanned with CamScanner

ভারতের শহর ও তার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা জানা যায়। তৃতীয়ত, ইতালীয় পর্যটক নিকোলাই মানুচি ১৪ বছর বয়সে ভারতে এসে আমৃত্যু এখানেই বাস করেন। তিনি তাঁর 'স্তোরিয়া-দো-মোগর' নামক গ্রন্থে মোগল শাসন, রাজপরিবারের কথা ও নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

❑ **সীমাবদ্ধতা ঃ** বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে পাওয়া সব তথ্য সঠিক নয়, কারণ এদেশের জনগণের বৈচিত্র্য, ভাষা-বৈচিত্র্য হলো বিদেশিদের কাছে ভারত উপলব্ধির প্রধান বাধা। তাছাড়া পর্যটকদের অধিকাংশই শোনাকথার উপর ভিত্তি করে বা তথ্য যাচাই না করে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এটাই ছিল প্রধান সীমাবদ্ধতা।

❑ **উপসংহার ঃ** বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা মোগল ইতিহাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ— ১। সমসাময়িক ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থ থেকে না পাওয়া ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাই এই দুই উপাদান পরস্পরের পরিপূরক। ২। বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা রাজানুগৃহীত ছিল না; তাই এই বর্ণনা থেকে রাজপরিবার ও রাজদরবার ছাড়াও সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের কথা জানা যায়।

Scanned with CamScanner

জিয়াউদ্দিন বরনী :-

জিয়াউদ্দিন বরনী হলেন সুলতানি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, ইতিহাস রাজা ও অভিজাত শ্রেণির দৈনন্দিন কাজ, আইন, শাসন ও সরকারি নিয়মনীতির কথা বলবে, সাধারণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারবে, তার ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বছর থেকে ফিরোজশাহ তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস জানা যায়, তিনি তার সমসাময়িক বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে তার রাজনৈতিক আদর্শ-প্রচার করেছিলেন, এবং ফতোয়া-ই-জাহান্দারী গ্রন্থে তিনি সুলতানদের মাধ্যমে তাঁর আদর্শগুলিকে তুলে ধরেছিলেন,

বরনীর মতে, রাষ্ট্র হলো ইসলামীয় প্রতিষ্ঠান, সুতরাং একজন মুসলিম রাজার উচিত মুসলিম আদর্শকে রক্ষা করে নিজেকে সঠিক রাখা, তাছাড়া মুসলিম রাজার উচিত শরিয়তকে বলবৎ করা ও কাফেরদের শাস্তি প্রদান করা, তাঁর মতে সরকারের উচিত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া, দার্শনিক অথবা যুক্তিবাদীদের একেবারে কোন স্থান দেওয়া উচিত নয় কারণ, রাজা এদের সঙ্গে অথবা আলাপ-আলোচনায় সাম্রাজ্যের অনেক সময় নষ্ট করেন, তাই বরনীর মতে, এরা হলেন ইসলাম বিরোধী,

বরনী মনে করেন, প্রতিষ্ঠান রূপে রাষ্ট্র হলো ধর্মীয় নীতি পালনের মাধ্যমে নৈতিক সমাজের সংগঠন এবং প্রজাদের সুখী জীবন যাপন, রাজা হবেন যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়পরায়ণ শাসক, তবে রাজাকে সব সময় ইসলামের অধিকারীদের কথা শুনতে হবে, রাজা শুধুমাত্র শরিয়তের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের বা সুলতানের আইন প্রয়োগ করবেন না, তিনি প্রয়োজনে রাজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজস্ব আইনকানুনের সাহায্য নেবেন, রাজা নিজে প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিষেধ জারি করবেন না, কারণ এতে মুসলিম উলেমাদের অধিকারকে সংকুচিত করা হয়, এভাবে তিনি মুসলিম উলেমাদের সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন,

Scanned with CamScanner

বারনীর মতে একজন সুলতানের সাফল্য তাঁর শরীয়ত-
প্রণীত পথের ওপর নির্ভরশীল, যেমন খলিফার নির্দেশ আদর্শ
প্রকাশ্য হয় [illegible] খলিফার তেমন ভক্ত সুলতান নীতির সমালোচনা
করেছিলেন, কারণ খলিফার উক্ত নীতি মুসলিম ধর্মেরই তাঁর
উদ্দেশ্য ছিলেন, কারণ [illegible] সম্প্রদায় স্বাধীন হয়েছিলেন, তেমন
উত্তরাধিকারীগণ. তিনি সম্প্রদায় [illegible] আমলাতান্ত্রিক শাসনের অধীনস্থ
রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই [illegible] ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির
সম্প্রদায়কে সমর্থন করেছিলেন, আবার [illegible] সাম্রাজ্যের
রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি কার্য-কানুন-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শাসনকার্য
পরিচালিত করেছেন, যেমন খলিফা হয়েছিলেন একজন সুলতানের
[illegible] সম্প্রদায় অনুগামী হন [illegible]. যেমন সম্প্রদায় উদ্দেশ্যে
বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুগামী হন [illegible]
পরিচিত করতে- হয়েছিলেন,

'ফতোয়া-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থের লেখক জিয়াউদ্দিন
বারনী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিবরণের পাশাপাশি
সুলতানি যুগের শাসনতান্ত্রিক ~~[illegible]~~ আদর্শের বিশ্লেষণও
করেছেন, তবে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ও ধর্মীয় গোঁড়া [illegible]
করেছেন, তবে বারনী [illegible] জিয়াউদ্দিন বারনীর উদ্ভব, প্রবক্তার
দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত [illegible] জিয়াউদ্দিন বারনীর [illegible] দৃষ্টিভঙ্গিতে, তিনি
সুলতানের মূল উদ্দেশ্য ছিলেন [illegible] মুসলমানদের শাসনকালের বারনীর
পরবর্তী সুলতান [illegible] [illegible] [illegible]
পরবর্তী যুগে, এজন্যই তিনি [illegible] [illegible] প্রবক্তা-
সু-দূরদৃষ্টি আদর্শের [illegible] [illegible]
হয়েছিলেন,

— ✓ —

নিযুক্ত হন। ফলে ...
সাল ও তারিখ সঠিক বলেই মনে করা হয়।

৩ **আমীর খসরু** ঃ খল্‌জি শাসনের সূচনাকাল (১২৯০ খ্রিঃ) থেকে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে দিল্লির সুলতানি দরবারের একজন বিখ্যাত সভাকবি ছিলেন আমীর খসরু। তাঁর পক্ষে সরকারি নথিপত্র চোখে দেখা সম্ভব হয়েছে বা তিনি বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষীও ছিলেন। তিনি **'খাজাইন-উল-ফুতুহ'** নামক গ্রন্থে আলাউদ্দিন খল্‌জির দাক্ষিণাত্য, বরঙ্গাল ও মাবার অভিযানের কথা বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থ থেকে আলাউদ্দিন খল্‌জির প্রশাসনিক সংস্কারের কথাও রয়েছে। আমীর খসরুর অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে **'কিরান উল-সাদাইন'**, **'মিফতা-উল-ফুতুহী'** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলিও ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ।

আমীর খসরু

৪ **জিয়াউদ্দিন বারণী** ঃ মহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের সভাসদ ছিলেন **জিয়াউদ্দিন বারণী**। তাঁর রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হলো **'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'**। এই গ্রন্থে সুলতান বলবনের রাজত্বকাল থেকে ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বছরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলাউদ্দিন খল্‌জি ও মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এই গ্রন্থে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল ফুতুহ-ই-জাহান্দারী।

৫ **আত্মচরিত** ঃ সুলতান ফিরোজ শাহের আত্মচরিত **'ফুতুহ-ই-ফিরুজশাহী'** গ্রন্থে ফিরুজ শাহের শাসনব্যবস্থার একটি ধারাবাহিক বিবর্তন পাওয়া যায়। আবার শামস-ই-সিরাজ আফিফের রচিত **'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'** থেকে ফিরোজশাহের শাসনকালের ইতিহাস জানা যায়।

৬ **ইসামি** ঃ সুলতানি শাসনকালের একজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ছিলেন **খাজা আবদুল্লাহ মালিক ইসামি**। তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থটি হলো **'ফুতুহ-উস-সালাতিন'**। এই গ্রন্থে তিনি গজনীর সুলতান মামুদের সময় থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন।

৭ **আঞ্চলিক ইতিহাস** ঃ সমসাময়িক সিন্ধু, কাশ্মীর, বাংলা, গুজরাট, আহম্মদনগর, বাহমনি রাজ্যের ইতিহাস জানা যায়। গোলাম হোসেন সলিমের রচিত **'রিয়াজ-উস-সালাতিন'** থেকে বাংলা, সিকান্দার বিন মহম্মদের রচিত **'মিরাত-ই-সিকান্দারি'** থেকে গুজরাট, রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের রচিত **'আমুক্তমাল্যদা'** থেকে বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাস জানা যায়।

❑ **সীমাবদ্ধতা** ঃ সুলতানি যুগের সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনার মূল বিষয় ছিল সুলতান ও অভিজাতদের জীবনকেন্দ্রিক। তাই সাধারণ মানুষের কথা তাঁদের রচিত ইতিহাসে সাধারণত অনুপস্থিত। তাছাড়া সুলতানের গুণকীর্তন ও ধর্মীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল এই ইতিহাস।

প্রশ্ন ৩ জিয়াউদ্দিন বারণীর ...

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত অংশগুলি ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা মূলক ব্যাবস্থার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি থেকে নেওয়া।নিম্নে সকল লেখক লেখিকাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

১)ভারতের ইতিহাস ৬৫০-১৫৫৬

লেখক - তেসলিম চৌধুরী

২)সরল ভারতের ইতিহাস ১২০৬-১৭০৭

লেখক - অধ্যাপক চক্রবর্তী ও চক্রবর্তী।

৩)আদিমধ্য ও মধ্যযুগের ভারত

লেখক -সুবোধ কুমার মুখ্যপাধ্যায়।

৪)ভারতের ইতিহাস

লেখক - জীবন মুখোপাধ্যায়।

বিনীত

পিয়াঙ্কি সোম

Scanned with CamScanner